ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 114 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭০ ● কলকাতা ● ২২ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৯ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 77

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

উপর থেকে নীচে দেখলে ঘন জঙ্গল আরও অন্ধকার লাগত আর নীচে তো উদয়ের সময় সূর্য্য দেখা যেত, কিন্তু বেশী উপরে আসলে রোদ মাটিতে পড়ত না। সর্বদা কুয়াশা-ছায়া থাকত। দিনের বেলায় আলো খুব কম মাত্রায় পৌঁছত। রোদ সোজা না পড়ার জন্য গরমও থাকত না, একদম ঠাণ্ডা বাতাবরণ ছিল। কেবল ঐ জলপ্রপাতের কারণেই এক সজীব বাতাবরণ ছিল।

ওখানে পাখী সকাল আর সন্ধ্যার সময়ই দেখা যেত। কারণ ওখানে পাখীরা সুন্দর বাসা বানিয়েছিল আর সব পাখীই সকালে দানা খুটতে চলে যেত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরে আসত।

ক্রমশঃ

সারা রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ৩৫৬ ধারা নিয়ে বড় মন্তব্য রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য রাজ্য প্রশাসনের ফের সমালোচনা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তাঁর সাফ কথা - যা চলছে তা চলতে দেওয়া যায় না। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গ সফরের পর দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল।শুধু তাই নয়, নাগরাকাটার ঘটনায় আহত মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে শিলিগুড়ির হাসপাতালেও যান রাজ্যপাল। তবে তাঁর খোঁজখবর নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অসুস্থ বোধ করেন। ফলে তাঁর উত্তরবঙ্গের মঙ্গলবারের কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়।বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বোস।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে তিনি জানান, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হলেও তাঁর সঙ্গে আলোচনায় ৩৫৬

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ত্রিপুরায় তৃণমূলের টিমকে আটকানোয় ক্ষুব্ধ মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছিল বিজেপিশাসিত রাজ্য ত্রিপুরায়। আজ, বুধবার ত্রিপুরা গিয়েছিলেন ছয় সদস্যের তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কিন্তু আগরতলা বিমানবন্দরেই তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে আটকানো হয়! প্রিপেড ট্যাক্সিও ধরতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।দীর্ঘক্ষণ পুলিশের সঙ্গে কথা বলেও সমাধান সূত্র না মেলায় আগরতলা বিমানবন্দরের বাইরে ধরনায় বসেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। আগরতলার ওই কার্যালয় পরিদর্শনে হেঁটে যাবেন প্রতিনিধিরা। সেই কথাও বলা হয়েছিল। যদিও সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশের থেকে প্রতি পদে বাধা আসে বলে অভিযোগ।সেই নিয়ে প্রবল ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। "সেরকম হলে আমি যাব, দেখি কার কত দম।" উত্তরবঙ্গ সফর শেষে দমদম বিমানবন্দরে নেমে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও নিশানা করেছেন তিনি।

এদিন দুপুরে দমদম বিমানবন্দরে নেমে ত্রিপুরার আগরতলায় তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুর ও তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে আটকানোর ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ত্রিপুরায় আমাদের টিমকে প্রিপেড ট্যাক্সিও দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে আমি হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।" বিজেপির প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগড়ে মমতা বলেন, "আগে নিজের ঘরের দিকে তাকান।" এরপর সুর চড়িয়ে বলেন, "সেরকম হলে আমি যাব। দেখি কার কত দম।"

এর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ত্রিপুরায় হামলা হয়েছিল। সাংসদ সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা হয়। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের একাধিক নেতার উপরে আক্রমণ নেমে এসেছিল ওই রাজ্যে। সেখানে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরাও আক্রান্ত হয়েছেন! বিজেপিশাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেই কথাও অভিযোগের আকারে ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও নিশানা করেছেন তিনি। দেশের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপি দেশকে শেষ করে দেবে, এই অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ত্রিপুরার আগরতলায় তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙচুরে ফুঁসছে বাংলার শাসকদল। বিজেপির লোকজন ওই কাজ চালিয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশ সেই ঘটনা না আটকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে বলেও অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল রাতেই ত্রিপুরায় প্রতিনিধি দল পাঠানোয় সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল। বুধবার সকালে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুয়ায়ী ত্রিপুরা পৌঁছয় তৃণমূলের ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল। রয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সুস্মিতা দেব, বীরবাহা হাঁসদা, সুদীপ রাহা, সায়নী ঘোষ। আইনশৃঙ্খলার অবনতির অজুহাতে বিমানবন্দরে বাধার মুখে তাঁরা। অভিযোগ, ত্রিপুরা বিমানবন্দর থেকে কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের জন্য চারটি গাড়ি থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা পৌঁছে জানতে পারেন, একটি মাত্র গাড়ি রয়েছে। এদিকে পুলিশের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় যে একবারেই সকলকে যেতে হবে।স্বাভাবিকভাবেই তা অসম্ভব। কুণাল ঘোষ এগিয়ে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তাতে সুরাহা হয়নি। এরপর বিমানবন্দরের বাইরে থাকা প্রিপেড ট্যাক্সিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। অভিযোগ, তৃণমূল নেতা হওয়ায় তাঁদের প্রিপেড ট্যাক্সিও বুক করতে দেওয়া হয়নি। এমনকী মিলছে না অটোও!

খগেন মুর্মুর ওপর হামলার নেপথ্যে নতুন তত্ত্ব খাড়া মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নাগরাকাটা বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনার নেপথ্যে ইতিমধ্যে জনরোষের তত্ত্ব খাড়া করেছে তৃণমূল। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাড়া করলেন আরও একটি তত্ত্ব। তিনি প্রশ্ন তুললেন, বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য নাগরাকাটায় গিয়ে খগেন মুর্মু আহত হননি তো?নির্মমতার পরিচয় দিয়েছেন মমতা।" মুখ্যমন্ত্রীর বিজেপির অন্তর্কলহের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পাল্টা বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "টালিগঞ্জের বিধায়ক উত্তরবঙ্গে কী করছিলেন? উত্তরবঙ্গের একজন সাংসদ, উত্তরবঙ্গেই কোথাও বিপর্যয় হয়ে যাবেন না? আর যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই হয়ে থাকে, বিজেপিরও কেউ গ্রেফতার হয়েছেন? কোনও দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়েছে? মামলা হয়েছে বিজেপির কারোর বিরুদ্ধে? এফআইআর হয়েছে?"সোমবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখাও করেন। বুধবার ফিরে এসে কলকাতা বিমানবন্দর দাঁড়িয়ে তিনি একথা বলেন। বিজেপির উদ্দেশেই মমতা বলেন, "আগে আপনারা দেখুন, আপনাদের দলের ভিতরেই কিছু হয়নি তো?

কারণ ওই এলাকা বিজেপির। এমপি-এমএলএ সবই বিজেপির। তদন্ত চলছে." আগেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, বিজেপি ৩০টা কনভয় নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। মানুষ তা ভালভাবে নেননি।

সেই বিষয়টি নিয়ে এদিন আরও একবার বলেন, "উত্তরবঙ্গে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে এখন প্রশাসন কি করবে, উদ্ধারকার্য করবে নাকি, যাঁরা ৪০-৫০ টা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, ওদের পিছনে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

সারা রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ৩৫৬ ধারা নিয়ে বড় মন্তব্য রাজ্যপালের

ধারা বা রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রাজ্যে যে একাধিক জায়গায় গুন্ডারাজ চলছে তা পরিষ্কার। এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না।

রাজ্যপাল এও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পেশাদার সম্পর্ক অটুট রয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও আছে, যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। কিন্তু গোটা রাজ্যের আনাচে-কানাচে যা ঘটছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। রাজ্যপাল বলেন - গ্রাউন্ড জিরোর পরিস্থিতি তিনি জানেন। স্থানীয় এলাকায় গিয়ে আমজনতার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত।

এই প্রথম নয়, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা হোক কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ, তিনি বারংবার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন - মনে করান রাজ্যপাল বোস। এবারও তিনি একই কাজ করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর স্পষ্ট মত, বাংলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি দেখে দুর্গত এলাকায় নজরদারি ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। গঠন করা হয় একটি র‍্যাপিড অ্যাকশন সেল। সহায়তার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে রাজভবন সূত্রে। ফোন করতে পারেন ০৩৩-২২০০১৬৪১ নম্বরে বা ইমেলে জানাতে পারেন, ঠিকানা - peaceroomrajbhavan@gmail.com।

(২ পাতার পর)

খগেন মুর্মুর ওপর হামলার নেপথ্যে নতুন তত্ত্ব খাড়া মমতার

দৌড়বে? কোনটা বেশি জরুরি? যখন কোনও বিপর্যয় হয়, তখন কোনও নেতাকে সেখানে যেতে নেই। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ওতো কনভয় নিয়ে যাইনি। কেবল ২-৩টি গাড়ি ছিল। আমিও শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করেছি। আমিও দুর্গতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, ত্রাণ বিলি করেছি।" প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুধিয়ায় ত্রাণ শিবিরে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা।

সেখান থেকে তাঁর মিরিক যাওয়ার কথা। তার আগেই পৌঁছে যান খগেন মুর্মুকে দেখতে। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত এলাকায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বামনডাঙায় ঢোকার আগে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের।

অতর্কিতে তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে লাঠি, জুতো নিয়ে চড়াও হন অনেকে। গাড়ির পিছনের সিট থেকে নেমে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন খগেন মুর্মু। তখনই অতর্কিতে বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইট এসে লাগে তাঁর চোখের নীচে। মুখ্যমন্ত্রী খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে যান।

দেখে বেরিয়ে এসে জানান, সাংসদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর কানের নীচে চোট লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাননি, কারা হামলা চালিয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

কিন্তু তারপরই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর আঘাত লাগার কারণ নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের তত্ত্ব খাড়া করেন। আগে অবশ্য কুণাল ঘোষ, উদয়ন গুহরা এর পিছনে জনরোষের তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। তাদের দাবি, ত্রাণ না নিয়ে কেবল ফটোশুট করতে গিয়েছিল বিজেপি। তাতেই ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে।

তাতে নতুন সংযোজন মুখ্যমন্ত্রীর। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর খগেনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, "কেবল পাঁচ মিনিট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেরিয়ে এসেই ভিডিয়োশুট করেছেন।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৮ অক্টোবর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত এক দশকে ভারতের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দর যাদবের লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন।

এই নিবন্ধে বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ ও অবক্ষয়িত বসতি পুনরুদ্ধার নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রয়াসের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পরিবেশগত সুস্থিতি বজায় রাখার বিষয়ে ভারতের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

'অমৃতকাল কা টাইগার ভিশন (Tiger@2047)', প্রজেক্ট স্নো লেপার্ড, প্রজেক্ট চিতা এবং প্রজেক্ট ডলফিনের মতো সরকারের প্রধান প্রয়াসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর লেখা এই নিবন্ধ প্রসঙ্গে শ্রী মোদী বলেছেন, "এই নিবন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @byadavbjp প্রজাতি সংরক্ষণ ও অবক্ষয়িত বসতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গত এক দশকে ভারতের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ক্ষেত্রের অগ্রগতি তুলে ধরেছেন।

'অমৃতকাল কা টাইগার ভিশন (Tiger@2047)', প্রজেক্ট স্নো লেপার্ড, প্রজেক্ট চিতা এবং প্রজেক্ট ডলফিনের মতো উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলি আশা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করছে"।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ানের প্রয়াণ দিবসে স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর, ২০২৫

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ানের প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। প্রয়াত রাম বিলাস পাসোয়ান তাঁর সারাজীবন সমাজের বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে গেছেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই সামাজিক ন্যায় এবং বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে তিনি সওয়াল করে গেছেন বলেও মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। জনজীবনে প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের অবদান দেশ কখনও ভুলবে না বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মন্তব্য করেছেন।

এই মর্মে এক্স পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে রাজ্যে আজ কমিশনের টিম

রাজ্যে জোর কদমে SIR-এর প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের। SIR এর কাজ খতিয়ে দেখতে বাংলায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ টিম। কমিশনের এই বিশেষ দলের নেতৃত্বে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বুধবার C E O কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও অনান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক রয়েছে তাঁদের।এই নিয়ে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "২০১১-২০১৫ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখলে রাজারহাট নিউটাউনে সব চেয়ে বেশি ভোটার বেড়েছে, ৭৪ হাজার ভোটার বেড়েছে। অভিযোগ উঠছে, এই রাজারহাট গোপালপুরেই সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গার বাস। এখানে জনসংখ্যা যত হওয়া উচিত, তার থেকে আধার কার্ডের সংখ্যা সবথেকে বেশি। ধরুন ১০০ জনের বাস হলে, ১৫০ জন আধার কার্ড পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো খতিয়ে দেখবে টিম।"ইতিমধ্যেই একটি বৈঠক শুরু হয়ে দিয়েছে। যেখানে সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকরা রয়েছেন। যেহেতু সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এখন চরম বিপর্যয়। তাই আপাতত উত্তরবঙ্গকে বাদ রেখে বাকি সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বৈঠক করছেন টিমের সদস্যরা।

এই বৈঠক শেষেই টিমের সদস্যরা চলে যাবেন রাজারহাট-গোপালপুরে। একেবারে বুথ স্তরের সকলের সঙ্গে, মূলত বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কারণ এই বিএলও-দের ভূমিকা নিয়েই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। সেক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের দিয়েই কি বিএলও-রা কাজ করবেন?

বাকিরা কাজ করবেন না? সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করবে। এদিকে, রাজারহাট-গোপালপুরের ERO-কে নিয়েও ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে কমিশন। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে যাবে এই টিম।

তারপর সেখান থেকে যাবে বারাসত। আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারও বৈঠক করবে এই টিম। মূলত তিনটি জেলা, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকদের জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, ERO, AERO-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন টিমের সদস্যরা। অৎয়ন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বাঁকুড়া।

কারণ এই জেলায় ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় বিস্তর ফারাক রয়েছে। অর্থাৎ, যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, তাঁদের অনেকেই ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। এরকম একাধিক জেলার ক্ষেত্রে এই অভিযোগ উঠলেও, বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা অত্যন্ত বেশি। যে রিজিয়নগুলোতে বেশি অভিযোগ উঠছে, তাতেই সব থেকে বেশি নজর দিচ্ছে টিম।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চাশতম পর্ব)

সময় কিন্তু কোনও ঘটস্থাপন হয় না। শুধু লক্ষ্মীপুজো কেন, কোনও পুজো উপলক্ষেই এখানে ঘট স্থাপনের নিয়ম নেই। কারণ, মা স্বয়ং এখানে বিরাজমান।

অলক্ষ্মী বিদায়ের পরই হাত-পা ধুয়ে পুরোহিত শ্যামা লক্ষ্মীপুজোয় বসবেন। প্রত্যেক সেবায়েত-পরিবার থেকে মা লক্ষ্মীর জন্য নিরামিষ ভোগ আসবে মন্দিরে। সেই ভোগ থরে থরে সাজানো হবে মা দক্ষিণা কালীর সামনেই। লক্ষ্মীর জন্য নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণা কালীর জন্যও তো আলাদা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেই ভোগ কিন্তু আমিষ। তাতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বায়ুসেনা দিবসে বায়ুযোদ্ধাদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর, ২০২৫

বায়ুসেনা দিবসে বায়ুযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারতীয় বিমান বাহিনী সাহসিকতা, শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার অতুলনীয় প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে। সবসময়েই, বিশেষত কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের আকাশ সীমাকে রক্ষা করায় এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাদের তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বায়ুযোদ্ধাদের নিষ্ঠা এবং পেশাদারিত্ব প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে গর্বের বিষয়।

এক্স পোস্টে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বর্তমানে বার্লিনের এথনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে আছে। আমার অভিমত, যার স্বপক্ষে বেশ কিছু ঐতিহাসিক যুক্তি উপরোক্ত প্রবন্ধে দিয়েছি, যে পাণ্ডু রাজার ঢিবির চঞ্চুবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকেতুগড়ের পক্ষবিশিষ্ট মাতৃকাই পরে কালীতে পরিণত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস, ২০২৫-এ ভাষণ দিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির যশোভূমিতে আজ নবম ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি), ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন। এটি এশিয়ার বৃহত্তম টেলি-যোগাযোগ, সংবাদমাধ্যম এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত আয়োজন। আইএমসি-র এই বিশেষ অধিবেশনে আগত বিশিষ্টজনেদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ, কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন, ৬জি, অপটিক্যাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ এবং সেমি-কন্ডাক্টরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগণিত স্টার্ট-আপ সংস্থা কাজ করছে। এর মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতের প্রযুক্তিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ যথাযোগ্য ব্যক্তিদের কাছেই গচ্ছিত রয়েছে। এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেস-এর ব্যাপ্তি এখন মোবাইল ফোন এবং টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়ার বৃহত্তম ডিজিটাল প্রযুক্তির এই ফোরাম কিভাবে সাফল্য অর্জন করল, সেই প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী রেখেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের প্রযুক্তি-বান্ধব মানসিকতাকে এ দেশের যুব সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশের প্রতিভার ক্ষমতায় বলিয়ান হয়ে এই ফোরাম এগিয়ে চলেছে।

শ্রী মোদী বলেন, উদ্ভাবক এবং নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি এই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় দেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। টেলিকম টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স ইনোভেশন্স স্কোয়ার-এর মতো উদ্যোগগুলির মাধ্যমে স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির তহবিলের চাহিদা পূরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ৫জি, ৬জি, অপটিক্যাল ব্যবস্থাপনায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেরা-হার্টজ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির সঙ্গে দেশের প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করা হচ্ছে। সরকারের সহায়তায় দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্টার্ট-আপ সংস্থা এবং শিক্ষাজগৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার মানোন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বৌদ্ধিক সম্পদের সৃষ্টি করা এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার মতো প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত গুরুত্বপূর্ণ এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ধারণাটি সম্পর্কে সন্দেহবাগিশরা কৌতুক করতেন। তাঁরা ভাবতেন, প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত পণ্যসামগ্রী ভারতের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারগুলির নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার দীর্ঘদিনের অনীহার কথা তিনি তুলে ধরেন। "ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এবং টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে আমাদের ক্ষমতাকে তুলে ধরেছে।" তিনি বলেন, দেশে এক সময়ে ২জি প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে সমস্যা দেখা দিত। বর্তমানে ৫জি প্রযুক্তি দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় পৌঁছে গেছে। ২০১৪ সাল থেকে বৈদ্যুতিন পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ফোনের উৎপাদন ২৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, এইসব সামগ্রী রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ১২৭ গুণ। গত এক দশক ধরে মোবাইল ফোনের উৎপাদক সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। একটি প্রথম সারির স্মার্ট ফোন কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ৪৫টি ভারতীয় সংস্থা সরবরাহ শৃঙ্খলে অংশীদার হয়েছে। এর

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস, ২০২৫-এ ভাষণ দিয়েছেন

ফলে, মাত্র একটি সংস্থা থেকে ৩.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশজুড়ে অগণিত কোম্পানি বৈদ্যুতিন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে যে সুযোগগুলি তৈরি হয়েছে, তার ফলে কর্মসংস্থানের বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

শ্রী মোদী বলেন, "ভারত সম্প্রতি মেড-ইন-ইন্ডিয়া ৪জি স্ট্যাকের সূচনা করেছে। এর ফলে, দেশে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে গতি এসেছে। বর্তমানে ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চের প্রথম পাঁচটি দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।" এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার বিষয়ে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে উন্নীত হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে ৪জি এবং ৫জি স্ট্যাকের মধ্য দিয়ে ভারত নিরবচ্ছিন্ন এক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন গড়ে তুলেছে, পাশাপাশি, উচ্চগতিসম্পন্ন আস্থাশীল এক ইন্টারনেট পরিষেবাও তার নাগরিকদের উপহার দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ৪জি স্ট্যাকের যেদিন সূচনা হয়েছিল, সেদিনই ১ লক্ষ ৪জি টাওয়ার সারা দেশে কাজ শুরু করে। এর ফলে, ভারতের ডিজিটাল আন্দোলনে ২ কোটির বেশি নাগরিক অংশীদার হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এর মধ্যে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল যেমন ছিল, পাশাপাশি, ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বহু জায়গায় ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আর এখন সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে গেছে।

শ্রী মোদী ভারতের মেড-ইন-ইন্ডিয়া ৪জি স্ট্যাকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। সেটি হল, এই ব্যবস্থার ফলে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানির গুণমান অর্জন করেছে। এর মধ্য দিয়ে 'ইন্ডিয়া ৬জি ভিশন ২০৩০'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে ভারতের প্রযুক্তিক্ষেত্রে দ্রুতহারে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। এই কারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী যুগোপযোগী আইনি নীতিমালার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই, টেলিযোগাযোগ আইন কার্যকর করা হয়। এই আইনটি ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট এবং ইন্ডিয়া ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ অ্যাক্টের মতো সেকেলে আইনকে প্রতিস্থাপিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুসারে নতুন একটি পরিকাঠামোর প্রয়োজন, যা এই সরকার সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। নতুন এই আইন নিয়ন্ত্রকের কাজ করছে না, বরং বলা ভালো, সহায়ক হিসেবে তার ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রস্তাব সহজেই অনুমোদিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ, ফাইবার বসানো এবং টাওয়ার তৈরি দ্রুতহারে হচ্ছে। এভাবে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং বিনিয়োগে উৎসাহদানের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শ্রী মোদী আর-ও বলেন, দেশে সাইবার নিরাপত্তাকে সমানভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সাইবার ক্ষেত্রের বিভিন্ন জালিয়াতি প্রতিরোধ করার জন্য কঠোর আইন কার্যকর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন অভিযোগের নিষ্পত্তি যাতে দ্রুত করা যায়, সেই বিষয়টি-ও নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, শিল্প সংস্থা এবং উপভোক্তা – উভয় পক্ষই উপকৃত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ সারা বিশ্ব ভারতের সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রের বাজার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ৫জি পরিষেবার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজারও ভারত। বাজারের এই শক্তির পাশাপাশি, ভারতের জনশক্তি এবং প্রগতিশীল ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসম্পদের নিরিখে ভারতে দক্ষতা যেরকম রয়েছে, পাশাপাশি, এই সম্পদের প্রাচুর্য্যও রয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম যুব সম্প্রদায়ের বাস ভারতে। এই প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। ভারতে বর্তমানে উদ্ভাবক জনগোষ্ঠী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতে এক কাপ চায়ের থেকে ১ গিগাবাইট ওয়্যারলেস ডেটার দাম কম। শ্রী মোদী বলেন, মাথাপিছু ডেটা ব্যবহারের নিরিখে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যে এ দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

শ্রী মোদী বলেন, "ভারত শিল্পের প্রসার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে।" দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নীতির কারণে ভারত আজ বিনিয়োগ-বান্ধব রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতের 'ডিজিটাল প্রথম' উদ্যোগের কারণে ডিজিটাল জন-পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন, "ভারতে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং উৎপাদনের জন্য এটিই আদর্শ সময়।" সেমি-কন্ডাক্টর এবং মোবাইল উৎপাদন-সহ স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে ভারত এক সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাঁর সর্বশেষ স্বাধীনতা দিবসে ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লালকেল্লার প্রাকার থেকে তিনি বলেছিলেন, বর্তমান বছরটি সংস্কারের বছর। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুতহারে সংস্কার বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্টার্ট-আপ সংস্থা এবং তরুণ উদ্ভাবকদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের দক্ষতার কারণে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এ বছরের ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ৫০০-র বেশি স্টার্ট-আপ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর ফলে, আন্তর্জাতিক স্তরে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ গড়ে ওঠার একটি মূল্যবান সুযোগ তৈরি হল।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রসারে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির ভূমিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সংস্থাগুলি স্থিরতা এবং দেশের অর্থনীতি কোন দিকে এগোবে তার দিকনির্দেশ করবে। তাই, এক্ষেত্রে তরুণ গবেষকদের দক্ষতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। "স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করবে।"

সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে তরুণ স্টার্ট-আপ উদ্ভাবক, শিক্ষাজগৎ, গবেষক এবং নীতি নির্ধারকদের যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আশা করেন, ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা চালানোর অনুঘটকের কাজ করবে। বিশ্বজুড়ে মোবাইল, টেলিকম, বৈদ্যুতিন এবং বৃহত্তর প্রযুক্তির যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরবরাহ শৃঙ্খলে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান খুঁজে পাওয়ার সুযোগ ভারতের সামনে এসেছে। সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদনের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, অতীতে গুটিকয় দেশের এক্ষেত্রে দক্ষতা ছিল, আর এখন পৃথিবী অন্য দেশেরও সন্ধান করছে। ভারত এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে, ১০টি সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদক সংস্থা দেশজুড়ে কাজ করছে।

শ্রী মোদী বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বৈদ্যুতিন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন অংশীদারের সন্ধান করছে, যাদের দক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দুই-ই রয়েছে। টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রের বিভিন্ন সরঞ্জামের উৎপাদন ও পরিকল্পনা ক্ষেত্রেও বিশ্ব আস্থাভাজন অংশীদার খুঁজছে। ভারতীয় সংস্থাগুলি এই আস্থাভাজন সংস্থা হয়ে উঠতে পারবে না কেন বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিপ সেট, ব্যাটারি, ডিসপ্লে এবং সেন্সরের মতো মোবাইল ফোনের বিভিন্ন উপাদান উৎপাদনের হার ক্রমশ বাড়াতে হবে। সারা বিশ্ব আগের থেকে এখন অনেক বেশি ডেটা উৎপাদন করছে। তাই, এই ডেটা সঞ্চয়ের জন্য এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ভারতের সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে ফলপ্রসু আলোচনা হবে। তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি-সহ বিশিষ্টজনেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার খবর

আমি গর্বিত, আমার সব নায়িকা আজ উদযাপনে শামিল: দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেতা দেব এবারের দুর্গাপূজায় 'রঘু ডাকাত' সিনেমা মুক্তি দিতে চলেছেন। সে উপলক্ষে গতকাল শনিবার হয়ে গেল ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন বিরাট তারকা সমাবেশ দেখা যায়, ঠিক তেমনই প্রয়াত গায়ক জুবিন গার্গকেও স্মরণ করা হয়।

সকাল থেকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের বাইরে দেব অনুরাগীদের ভিড় ছিল। বেলা যত গড়িয়েছে, সেই ভিড় বেড়েছে অনেক। এই প্রথম টিকিট কেটে ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানের সিস্টেম করা হয়েছে। তাও আবার বাংলা ছবির। টালিগঞ্জের অনেকেই এরই মধ্যে দাবি করেছেন— দেবের এই 'রঘু ডাকাত' নতুন একটা দিশা দেখাতে চলেছে বাংলা সিনেমার।

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন যে বড়মাপের হতে চলেছে, সেই আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল অনেক আগেই। বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে টালিউড-টেলিভিশনের ছোট-বড় তারকাদের একটি বড় অংশ হাজির হয়েছিলেন এ অনুষ্ঠানে। দেবের অনুষ্ঠান বলে কথা। তার নায়িকারা যে শামিল হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসেছিলেন অভিনেত্রী নুসরাত জাহান, কোয়েল মল্লিক, পূজা, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এর আগে একই কায়দায় 'ধূমকেতু' সিনেমার ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠান করেছিলেন অভিনেতা দেব। তারপর বক্স অফিসে নজির গড়েছে সেই সিনেমা। যখন থেকে 'ধূমকেতু' প্রেক্ষাগৃহে, তখন থেকেই তিনি শুরু করে দেন 'রঘু ডাকাত' মুক্তির প্রস্তুতি। পুরো বাংলাজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে এ সিনেমার কলাকুশলীদের নিয়ে পৌঁছে যান দর্শকদের দুয়ারে দুয়ারে। মালদহ থেকে মেদিনীপুর, আমতা— অনেক জায়গাতেই ছুটে বেড়িয়েছেন। যদিও অভিনেতা 'খাদান' সিনেমার থেকেই একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে সিনেমার প্রচার সারছেন। তাতে সাফল্যও পেয়েছেন বলে দাবি অভিনেতার। তবে সেই তুলনায় 'রঘু ডাকাত' যেন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে এসেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দেব আরও ৩০ বছর রাজত্ব করুক।' বহু বছর বাংলা সিনেমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে 'রঘু ডাকাত' সিনেমা দিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের।

অনেকেই মুখিয়ে ছিলেন দেব-ইধিকা জুটিকে মঞ্চে দেখার জন্য। এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ইতোমধ্যে নেটিজেনদের মাঝে 'ঝিলমিল লাগে রে' গানটি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই রসায়নই যেন দেখা গেল এ দিনের মঞ্চে। যদিও নয়া চমক হলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। একবারে ছকভাঙা ছন্দে তিনি। দেবের 'রাজার রাজা' থেকে 'এগিয়ে দে' গানে নাচলেন তিনি। পিছিয়ে থাকলেন না ওম ও সোহিনী। দেবের 'মালা রে' গানে পা মেলালেন তারা।

শেষে এলেন দেব। খাঁড়া হাতে 'জয় কালী' বলে নাচলেন অভিনেতা। সঙ্গে ছিলেন দেবের নায়িকার নুসরাত জাহান, শ্রাবন্তী ও পূজা। শুধু ছিলেন না শুভশ্রী। দেব বলেন, আমি গর্বিত, আমি বাংলা ছবির নায়ক। আমার সব নায়িকা আজ উদযাপনে শামিল।

বাংলা বিগ বসে শ্রীলেখা, থাকতে পারেন সৌরভও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৫ সাল। হিন্দি 'বিগ বস'-এর আদলে বাংলায় প্রথম শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক এ অনুষ্ঠানটি। সেই বছর সঞ্চালনায় ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। দ্বিতীয় পর্বে সঞ্চালনায় আসেন জিৎ।

মাত্র তিন দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমি কারও বাথরুম পরিষ্কার করতে পারব না। গলা ছেড়ে ঝগড়া করতে পারব না। সারাক্ষণ পটের বিবি সেজেও থাকতে পারব না। ফলে এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে তিনি নেই—এমন কথাও ওঠে।

চলতি বছরেই শুরু হবে 'বাংলা বিগ বস'-এর শুটিং? তবে কেউ জানে না, কবে শুটিং শুরু হবে? চলতি বছরের জুলাইয়ে শোনা গিয়েছিল, এবারের পর্ব সঞ্চালনায় থাকবেন সৌরভ গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নাকি ডাক পেয়েছেন নীল ভট্টাচার্য, তৃণা সাহা, সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূজার আগে এ তালিকায় নতুন সংযোজন নাকি শ্রীলেখা মিত্র ও সৌরভ দাস।

সুদীপ্তা একটি গণমাধ্যমের কাছে স্বীকার করে বলেন, তিনিও এ রকম কানাঘুষা শুনেছেন। কিন্তু তাকে নাকি এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। শ্রীলেখার কাছে কি চ্যানেলের তরফ থেকে কোনো আমন্ত্রণ এসেছে? এমন প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, আমন্ত্রণ দূরের কথা, এ রকম গুঞ্জনও কানে আসেনি। তবে হাসতে হাসতে তিনি বলেন, ওখানে থাকতে গেলে খুব ঝগড়া করতে হয়। ওটা আবার আমি একেবারেই পারব না। বরং বেশি দিন ওই ঘরে থাকলে মাথাখারাপ হয়ে যাবে।

কথা প্রসঙ্গে অতীত ফিরে দেখেছেন শ্রীলেখা। তিনি জানিয়েছেন, জিৎ যে পর্বের সঞ্চালক ছিলেন, সেই পর্বে তিন দিনের জন্য যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার মনে পড়ছে, নিজের খরচে দামি ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীলেখা বলেন, আধখানা ডিমের জন্য প্রতিযোগীদের ঝগড়া করতে দেখেছি। মায়া হয়েছিল। নিজের টাকায় তাই সেরা ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। চ্যানেল থেকে বলা হয়েছিল— এই অনুভূতির দাম তিনি পাবেন না। সেটাই নাকি ঘটেছিল।

ইলিশ মাছ নিয়ে যাওয়ায় ওখানকার এক প্রতিযোগী আমার নামে খুব কুৎসা গেয়েছিলেন। শুধু টাকার জন্য, তাই এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নারাজ বলে জানান শ্রীলেখা।

রামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, নচিকেতার বিরুদ্ধে যে রায় দিল আদালত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করা মামলাটি কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর মামলার রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে মামলাটি করেছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

আদালত সূত্রে জানা যায়, নচিকেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। মামলায় শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু ক্লিপিংসকে ভিত্তি হিসেবে আনা হয়েছিল। সেখানে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা স্থান উল্লেখ নেই।

মামলায় বলা হয়েছিল- নচিকেতা একটি লাইভ শোতে রামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তবে আদালত সেই অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পায়নি।

এ বিষয়ে বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত বলেন, অভিযোগ গুরুতর হলেও কোনোকিছু প্রমাণিত হয়নি। শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ক্লিপিংসের ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে মামলা খারিজের খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন নচিকেতার ভক্তরা। অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশও গায়ককে হিংসাত্মক বা অপমানজনক কিছু করতে দেখেনি। এর ফলে আদালতের চোখেও দোষী সাব্যস্ত হননি নচিকেতা।

এ ঘটনার কারণে ঢাকায় নির্ধারিত নচিকেতার কনসার্টও স্থগিত হয়েছিল। মামলার রায় প্রকাশের পর এখন সেই অনুষ্ঠান নতুন করে আয়োজনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আবার ইনজুরিতে নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল ক্যারিয়ারজুড়ে ইনজুরি যেন নেইমারের ছায়াসঙ্গী। সৌদি আরব যাত্রা হোক কিংবা শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফেরা কোথাওই চোট তার পিছু ছাড়ছে না। আর এবার অনুশীলনে ফের চোটে পড়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

ব্রাজিলের জাতীয় দলে নেইমার অনুপস্থিত ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে। গত জানুয়ারিতে সান্তোসে ফিরে মাঠে নামলেও নতুন কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে এখনো সেলেসাও জার্সি গায়ে চড়াননি তিনি। এর মধ্যে ব্রাজিল ছয়টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছে, যেখানে ইনজুরির কারণে একটিতেও জায়গা হয়নি নেইমারের।

চলতি মাসেই ব্রাজিল খেলবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তবে আনচেলত্তি জানিয়ে দিয়েছেন, ফিটনেস ঘাটতির কারণে স্কোয়াডে নেই নেইমার। অক্টোবরের এশিয়া সফরে দক্ষিণ কোরিয়া (১০ অক্টোবর) ও জাপানের (১৪ অক্টোবর) বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ফিরতে পারতেন তিনি, কিন্তু সেই আশাও এখন শেষ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সান্তোস ক্লাবের অনুশীলনে নেইমার ডান পায়ের উরুতে চোট পান। এরপরই অনুশীলন ছেড়ে মাঠ ছাড়েন। শুক্রবার সান্তোস ক্লাব এক বিবৃতিতে জানায়, নেইমারের "রেক্টাস ফেমোরিস" মাংসপেশিতে ইনজুরি ধরা পড়েছে এবং তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক লুকাস মিনারেল্লির তথ্য অনুযায়ী, অন্তত এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে নেইমারকে। ফলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তার খেলা একপ্রকার অনিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যাচ্ছে।

বিশ্বের প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ফুটবলে অসাধারণ সফলতা অর্জন করা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এবার মাঠের বাইরেও নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। বর্তমানে সক্রিয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিয়নিয়ারের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

অর্থনীতি বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গের 'বিলিয়নিয়র ইনডেক্স' অনুযায়ী, রোনালদোর মোট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১.৪ বিলিয়ন ডলারে। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্ব ফুটবলকে মাতিয়ে রাখা রোনালদো আজ পর্যন্ত জিতেছেন পাঁচটি ব্যালন ডি'অরসহ অসংখ্য বড় পুরস্কার। বিশ্বকাপ ছাড়া ফুটবলের প্রায় সব বড় ট্রফি তার সংগ্রহে রয়েছে।

সম্প্রতি আল নাসরের সঙ্গে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করে আর্থিক দিক থেকে রোনালদোর অবস্থান আরও শক্ত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড আরমানি ও নাইকের সঙ্গে তার রয়েছে বহু কোটি টাকার সহযোগিতা চুক্তি।

অর্থের বাইরে খেলায়ও রোনালদো সবার ওপরে। পেশাদার ক্যারিয়ারে ৯৪৬ গোল করে এখন হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শের পথে। ৪০ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার জানিয়েছেন, পরিবার থামার পরামর্শ দিলেও হাজারতম গোল করার আগ পর্যন্ত তিনি থামবেন না।

রোনালদো বলেছেন, "আমার পরিবারের অনেকেই বলে এখন থামার সময় হয়েছে। আমি নিশ্চিত যখন শেষ করব, তখন হাজার গোল পূরণ করব। আমি সর্বস্ব দিয়েছি এবং এখন সময়ের মূল্য জানি, তাই বাকি সময় উপভোগ করার চেষ্টা করব।"

গতকাল (মঙ্গলবার) তিনি 'দ্য পর্তুগাল ফুটবল গ্লোবস' পুরস্কারও অর্জন করেন। পুরস্কার গ্রহণকালে রোনালদো বলেন, "এটা আমার ক্যারিয়ারের শেষ পুরস্কার নয়, বরং দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও স্বপ্নের স্বীকৃতি। আমি সবসময় জেতার মনোভাব নিয়ে খেলি এবং তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে চাই।"

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR